দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জাকের পার্টির সাংগঠনিক র্যালি ও জনসভা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলার সদর ইউনিয়ন জাকের পার্টি ও সকল অঙ্গ সংগঠনের আয়োজনে গতকাল মঙ্গলবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা থানা জাকের পার্টির কার্যালয়ের সামনে চিৎলায় প্রথমে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে জাকের পার্টির সাংগঠনিক নির্বাচনী র্যালি শুরু হয়ে চিৎলা মোড় হয়ে পুনরায় কার্যালয়ের সামনে এসে রওজা যিয়ারতের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জাকের পার্টির সভাপতি সাইদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাকের পার্টির সভাপতি, কেন্দীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ও কেন্দ্রীয় উপ-প্রেস সচিব আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ এসময় তিনি বলেন সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ হওয়ার কোন বিকল্প নেই। সাম্য ও ভাতৃত্ববোধের মাধ্যমে ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলায় জাকের পার্টির প্রধান লক্ষ্য। তিনি আরো বলেন বর্তমানে কৃষক তার ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ পাচ্ছে না, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবায় ক্রমাগত অবনতি হচ্ছে। জুলুম নির্যাতনের শিকার মানুষজন তার সঠিক বিচার পাচ্ছে না। সমাজে নানা রকম বৈষম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সমস্ত সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হলে আগামী সাংসদ নির্বাচনে জাকের পার্টির গোলাপ ফুল মার্কায় ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করে শ্রেনী বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় তালাবা ফ্রন্টের সদস্য মাওলা মুফতি কামাল হোসেন আশিকী, জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক মজিবর রহমান, জেলা জাকের পার্টির যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রহুল কুদ্দুস, জেলা শ্রম ফ্রন্টের সভাপতি তক্কেল খাঁন, কৃষক ফ্রন্টের সভাপতি আব্দুল মজিদ, জেলা মহিলা ফ্রন্টের সাধারন সম্পাদিকা হাফিজা খাতুন,জেলা যুবফ্রন্টের সভাপতি রুস্তম মল্লিক, সাধারণ সম্পাদক তাফসির আহম্মেদ, ছাত্রী ফ্রন্টের সভানেত্রী নাসরিন খাতুন, দামুড়হুদা থানা জাকের পার্টির সাধারন সম্পাদক আব্দুল হাই মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মজনু মিয়া।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, দামুড়হুদা থানা জাকের পার্টির সভাপতি মোনাজাত হোসেন।

দামুড়হুদায় জমি নিয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত ১, গুরুতর আহত ৩

দামুড়হুদার গোবিন্দহুদায় জমিজমা সংক্রান্ত পূর্ব বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে গোবিন্দহুদা গ্রামের মাঠে বিরোধপূর্ণ জমিতে কাজ করার সময় এ মারামারির ঘটনা ঘটে।
নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির।

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার গোবিন্দহুদা গ্রামে নুরুল হক পেশকার গ্রুপ ও মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে নুরুল হক পেশকার গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৩ জন গুরুতর আহত ও ১ জন নিহত হয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে নিজ গ্রাম গোবিন্দহুদার মাঠে নিজ নিজ জমিতে কাজ করার সময় এ ঘটনা ঘটে। মাসুম বিল্লাহ মন্টু গ্রুপের নিহত ব্যক্তি হলেন গোবিন্দহুদা গ্রামের মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে জয়নুর (৫০)। আহতরা হলেন মৃত জড়ু মন্ডলের ছেলে খাজা আহমেদ (৫৭), জাহির (৫০) এবং খাজা আহমেদের ছেলে দিপু (১৬)।

সংবাদ পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সার্বিক বিষয়ে খোঁজখবর নেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ৩০ বছর ধরে দুই গ্রুপের মধ্যে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ লেগে আছে। এ বিষয়ে আদালতে উভয় পক্ষের মামলা চলমান রয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় মঙ্গলবার সকাল ৮টার দিকে

নিজ নিজ জমিতে কাজ করছিল সবাই। কাজ করার সময় বিরোধপূর্ণ জমি নিয়ে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে দুই গ্রুপের মধ্যে তুমুল রক্তাক্ত সংঘর্ষ বাঁধে। এরই একপর্যায়ে নুরুল হক গ্রুপের লোকজনের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে মন্টু গ্রুপের ৪ জন আহত হন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে এলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মন্টু গ্রুপের জয়নুর মারা যান।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, সকালে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জেরে মারামারি হয়েছে। সংবাদ পেয়ে আমি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছি। জানতে পেরেছি, মারামারির ঘটনায় জয়নুর নামের একজন নিহত হয়েছেন। এখনো পর্যন্ত উভয় পক্ষের কারো কাছ থেকে কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

দামুড়হুদায় তিন দফা দাবিতে শিক্ষকদের মানববন্ধন

দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকদের উদ্যোগে তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করা হয়।

জানা যায়, সারা দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করছেন। এরই অংশ হিসেবে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন করেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তিন দফা দাবি হলো, ২০% বাড়ি ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো জাতীয়করণ করতে হবে ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করতে হবে।

এ সময় মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল

অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ফাহমিদা খাতুনের সভাপতিত্বে অত্র প্রতিষ্ঠানের প্রভাষক আশরাফুল আলম, আল আমিন, মিজানুর রহমান, সামসিয়া ফাহমিদা, নূরজাহান বেগম, কাজল রেখা, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক নূরজাহান বেগম, রিপা খাতুন, রোহিণী আক্তার, বিপুল কুমার, আবু বক্কর সিদ্দীক প্রমুখ।

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস পালন

দামুড়হুদায় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস উদযাপন উপলক্ষে অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া, র্যলি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার “সমন্বিত উদ্যোগ, প্রতিরোধ করি দুর্যোগ ” এই স্লোগান সামনে রেখে দুপুর ১২ টার সময় উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের আয়োজনে পরিষদের সভাকক্ষে প্রথমে উপজেলা চত্বর থেকে র্যলি ও অগ্নিকান্ড বিষয়ক মহড়া অনুষ্ঠিত হয় পরবর্তীতে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্রের সভাপতিত্বে এসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান, সমাজ সেবা অফিসার তোফাজ্জল হক, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাধারণ সম্পাদক তানজির ফয়সাল, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মুশফিকুর রহমান, আনসার ভিডিপি কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাজিদ, ফায়ার সার্ভিসের (ভারপ্রাপ্ত) স্টেশন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবু হাসান, একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলামসহ উপজেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ।

এসময় আলোচনা সভায় বক্তারা বলেন যেকোনো যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলায় আমাদের অগ্রিম প্রস্তুতি থাকতে হবে। বজ্রপাত মোকাবেলায় আমাদের বেশি বেশি করে তালগাছ রোপন করতে হবে। যে সব দূর্যোগ থেকে অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি হয় সেগুলো সম্পর্কে নিজে সচেতন

হতে হবে এবং আশেপাশের মানুষজনক সচেতন করতে হবে। এছাড়াও ভূমিকম্প ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশাসনসহ অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সমন্বিত প্রস্তুতি থাকতে হবে। দুর্যোগ সম্পর্কিত তথ্য জানানোর জন্য প্রশাসনসহ যেসব সরকারি হটলাইন নাম্বার আছে সেগুলো জনসাধারণকে জানাতে হবে।

দামুড়হুদায় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন

দামুড়হুদায় টাইফয়েড টিকাদান কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ১০ টার সময় দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে উপজেলার গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হলরুমে এই টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য ও প. প. কর্মকর্তা ডাঃ মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আবুহাসান, মাধ্যমিক একাডেমিক সুপার ভাইজার রাফিজুল ইসলাম, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজোহা পলাশ, গোবিন্দহুদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি ইকবাল হোসেন, স্যানিটারী ইন্সপেক্টর নিয়ামত আলী, স্বাস্থ্য পরিদর্শক মহবুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানটির সার্বিক ব্যবস্থায় ছিলেন, এমটিআই ফারুক আহমেদ। উপজেলায় ৬৬ হাজার ৭ শত ৭০ জনকে টাইফয়েড টিকাদান করা হবে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এর মধ্যে স্কুল পর্যায়ে ৪৪ হাজার ২ শত ৩ জন এবং কমিউনিটি পর্যায়ে ২২ হাজার ৫ শত ৬৭ জন।

দামুড়হুদায় গ্যাস ট্যাবেলট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ

দামুড়হুদার কেশবপুর গ্রামে রাতের আধারে গ্যাস ট্যাবলেট দিয়ে পুকুরের মাছ মেরে ফেলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গত বৃহস্পতিবার দিনগত রাতে কেশবপুর গ্রামের সরকারি প্রাইমারি স্কুলের সামনে অবস্থিত প্রায় ৫ বিঘা পুকুরের মাছ মেরে দেয় দূর্বৃত্তরা। এতে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

এ ঘটনায় পুকুরের মালিক কেশবপুর গ্রামের আবুল মল্লিকের ছেলে আব্দুর রফিক বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যাক্তিদের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, আব্দুর রফিক একজন মৎস চাষী। দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামের প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে প্রায় ০৭ বিঘা জমিতে একটি পুকুর রয়েছে সেখানে প্রায় ০৫ বিঘা জলকর আছে। সেখানে ০৭ বছর যাবৎ আব্দুর রফিক ঐ পুকুর লীজ গ্রহণ করে মাছ চাষ করে আসছে। সেই সুবাদে গত বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক সাড়ে ৮ টার সময় দামুড়হুদা থানাধীন কেশবপুর গ্রামস্থ প্রাইমারী স্কুলের সম্মুখে পুকুরটি দেখাশোনা করে নিজ বাড়িতে চলে আসে। গতকাল শুক্রবার ভোর আনুমানিক সাড়ে ৫ টার সময় পুকুরে এসে দেখে যে, গ্যাস ট্যাবলেট ও বিষ প্রয়োগ করে কে বা কাহারা পুকুরের সমুদয় মাছ মেরে ফেলেছে। যার আনুমানিক মূল্য ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ)টাকা।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ হুমায়ুন কবীর বলেন, এ বিষয়ে একটা অভিযোগ পাওয়া গেছে তদন্ত স্বাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় ফারিয়ার নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করলেন ডা. মশিউর রহমান

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মশিউর রহমানের সাথে মতবিনিময় করেছেন দামুড়হুদা ফারিয়ার নেতৃবৃন্দ।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টার দিকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অফিস কক্ষে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জানা যায়, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পূর্ববর্তী স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা গত মাসে বদলি হওয়ার পর থেকে ভারপ্রাপ্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন আরএমও ফারহানা ওয়াহিদ (তানি)। দীর্ঘ এক মাস দায়িত্ব পালনের পর স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা হিসেবে যোগদান করেন ডা. মশিউর রহমান।

যোগদানের পর ফারিয়ার প্রতিনিধিদের সাথে মতবিনিময় করেন তিনি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা ফারিয়ার সভাপতি, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সহ-সভাপতি ও ইউরোফার্মা কোম্পানির প্রতিনিধি মোজাম্মেল হক; সহ-সভাপতি ও অপসোনিন কোম্পানির প্রতিনিধি ফিরোজ আহমেদ; কোষাধ্যক্ষ ও সিনা ল্যাবরেটরিজ কোম্পানির প্রতিনিধি ডালিম উদ্দিন; পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক ও একমি কোম্পানির প্রতিনিধি গৌতম; রেনেটা কোম্পানির প্রতিনিধি মেহেদী হাসান; স্কয়ার কোম্পানির প্রতিনিধি শহীদুজ্জামান, জনি ও ইমরান; বেক্সিমকো কোম্পানির প্রতিনিধি শ্রী সিমান্ত কুমার এবং অপসোনিন কোম্পানির প্রতিনিধি জুয়েল রানা প্রমুখ।

এ সময় ডা. মশিউর রহমান বলেন, “আমি এখানে যোগদানের পর হাসপাতালের সব বিভাগ ঘুরে দেখেছি এবং সবার সঙ্গে কথা বলেছি। তাতে মনে হয়েছে খুব সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হাসপাতালটি পরিচালনা করা সম্ভব। আমি যতদিন এই হাসপাতালে কর্মরত থাকব, সততা ও নিষ্ঠার সাথে সরকারি সব সেবামূলক কাজ করার চেষ্টা করব। আপনাদের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করব ইনশাআল্লাহ। এজন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

দামুড়হুদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণ

দামুড়হুদায় জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে র্যলি, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সকাল ১০ টায় ” সপ্নগড়ি, সাহসে লড়ি, দেশের কল্যাণে কাজ করি ” এই স্লোগানকে সামনে রেখে উপজেলা প্রশাসন ও মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের সভাকক্ষে এই আলোচনা সভা, র্যলি ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহানের সভাপতিত্বে এসময় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তিথি মিত্র, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আল সাবাহ্, দামুড়হুদা প্রেসক্লাব সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল, সহকারী পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা গোলাম রসূল, সহকারী মৎস কর্মকর্তা ফারুক মহলদার, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশীদের সঞ্চালনায় আরো উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলা আশরাফুল আলম, মহিলা বিষয়ক কার্যালয়ের অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর সুমন আলীসহ মহিলা বিষয়ক ক্লাবের সদস্য, ও উপজেলার বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আমন্ত্রিত ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে বলেন, কন্যশিশু হলো মায়ের জাতি। আজকের কন্যা হলো আগামী প্রজন্মের মা! ইসলাম ধর্মমতে মায়ের পায়ের তলায় সন্তানের জান্নাত। কন্যা সন্তান হোক আর ছেলে সন্তান হোক এবিষয়ে পার্থক্য না করে আমরা সবাই মা বাবার সন্তান এটাই হোক বড় পরিচয়।

বর্তমানে একজন কন্যা বা নারী দেশ সেবায় নিয়োজিত অফিসার, মা বা সাংসারিক গৃহীনি, ব্যবসায়ি, সমাজ সেবক, ধর্মীয় জ্ঞান গরীমায়সহ আর্থসামাজিক উন্নয়নে সকল ক্ষেত্রে আজকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ছেলে

সন্তানের চেয়ে কন্যা সন্তান কোন ক্ষেত্রেই পিছিয়ে নেই। সুতরাং আমাদের ছেলে সন্তান হোক আর মেয়ে সন্তান হোক সকলকেই সমান গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় কন্যাশিশু দিবস উদযাপন উপলক্ষে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়!

দামুড়হুদায় শান্তিপূর্ণভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা উদযাপন ও প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলায় শারদীয় দুর্গাপূজা শেষে শান্তিপূর্ণভাবে সবগুলো প্রতিমা বিসর্জন সম্পূর্ণ হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে দুর্গা পূজার শেষের দিন উৎসবমুখর পরিবেশে দেবী দুর্গার প্রতিমা বিসর্জন সম্পন্ন হয়। এ বছর উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভা মিলিয়ে মোট ২১টি পূজা মন্ডপে এই ধর্মীয় উৎসব উদযাপিত হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, পূজার শুরু থেকেই প্রতিটি মন্ডপকে সাজানো হয়েছিল বর্ণিল আলোকসজ্জা, প্যান্ডেল ও ভাস্কর্য শিল্পের মাধ্যমে। প্রতিটি মন্ডপে ভক্তরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আসছিলেন এবং আরাধনা, মন্ত্রপাঠ ও ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতায় অংশগ্রহণ করছিলেন। বিশেষ করে দেবী দুর্গার মমতা ও কল্যাণময় শক্তিকে স্মরণ করে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ধর্মীয় আচরণ সম্পন্ন হয়েছে।

প্রশাসনের নজরদারিতেও এবছর পূজা উদযাপন শান্তিপূর্ণ ও সুসংগঠিত ছিল। জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ স্থানীয় প্রশাসন, নিরাপত্তা বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা প্রতিটি মন্ডপে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছেন। পাশাপাশি, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উৎসবকে শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও সহায়তা করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই প্রতিমা বিসর্জনের

প্রস্তুতি শুরু হয়। স্থানীয় নদী ও পুকুরে দেবী দুর্গার প্রতিমা সম্মানজনকভাবে বিসর্জন করা হয়।

ভক্তরা আনন্দ ও উচ্ছ্বাসে ভাসমান প্রতিমার দিকে প্রণাম করেন, যা এই উৎসবকে আরও ধর্মীয় ও আনন্দময় করে তুলেছে। স্থানীয়দের মতে, এবছরও দুর্গাপূজা উদযাপন সকলের জন্য সৌহার্দ্যপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ এবং আনন্দঘনভাবে সম্পন্ন হয়েছে। সামাজিক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধ বজায় রেখে ভক্তরা উৎসব উদযাপনে অংশগ্রহণ করেছেন। এ বছর প্রতিটি মন্ডপে প্রশাসনের কড়া নজরদারি থাকায় কোনো বিশৃঙ্খলা বা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা হয়নি। উপজেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা উপস্থিত থেকে পূজার সমাপনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সবাই মিলিতভাবে শারদীয় দুর্গার পুণ্য ও কল্যাণ কামনা করেছেন। উৎসবের আনন্দে ছোট-বড় সব বয়সের মানুষরা অংশ নিয়েছে, যা স্থানীয় ঐক্য, বিশ্বাস ও ধর্মীয় চেতনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। দামুড়হুদার প্রতিটি মন্ডপের ভক্তরা এবছরের পূজাকে স্মরণীয় ও সন্তোষজনক বলে উল্লেখ করেছেন।

হাউলী ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি ইউসুফ আলি বলেন, সনাতন ধর্মীবলম্বী মানুষগুলি এবার সুষ্ঠু সুন্দরভাবে পূজা উদযাপন করেছে। কোথাও কোনো সমস্যা হয়নি। শান্তিপূর্ণভাবে পূজা বিসর্জন দিয়েছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষগুলি। হাউলি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূজা উদযাপন করেছে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষগুলী। আমার জানামতে কোথাও কোনো অপৃতিকর ঘটনা ঘটেনি।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি হুমায়ুন কবির বলেন, প্রতিমা তৈরীর পর থেকেই আমরা সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আমরা নজরদারিতে রেখেছিলাম যাতে কোথাও কোনো আপত্তিকর ঘটনা না ঘটে। সেই লক্ষ্যে আজ শান্তি শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে হিন্দু ধর্মের মানুষগুলো তাদের প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছে। কোনো আপত্তিকর ঘটনা ছাড়াই দামুড়হুদায় খুব সুন্দর ভাবে ১৩ টি প্রতিমা বিসর্জন দিয়েছেন।

দামুড়হুদা দশমী গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় রাউন্ডের খেলা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদার দশমী গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে কার্পাসডাঙ্গা সুপারস্টার বনাম কলাবাড়ি রামনগর একাদশের মধ্যে ২য় রাউন্ডের ২য় খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট হাইস্কুল মাঠে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

খেলায় কার্পাসডাঙ্গা সুপারস্টার ক্লাব ২-০ গোলে কলাবাড়ি রামনগর একাদশকে পরাজিত করে। ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন কার্পাসডাঙ্গা সুপার স্টার ক্লাবের কৃষ্ণ। এসময় মাঠে উপস্থিত থেকে খেলা উপভোগ করেন, দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম- আহ্বায়ক আরিফুল ইসলাম আরিফ, দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, দামুড়হুদা বাজার কমিটির ক্রীড়া সম্পাদক রাশিদুল জামান বেল্টু।

আরো উপস্থিত ছিলেন, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক একরামুল হোসেন মেম্বার, যুগ্ম-আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম রশিদ, আব্বাস, জানু, খরসেদ, জাহাঙ্গী, মামুন, রাজু, দিপু, টগর, শুভো প্রমূখ।